মে ২০২২

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রাক-বাজেট পলিসি ব্রিফ

আঞ্চলিক বৈষম্য এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এডিপি বরাদ্দে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়াশ খাতে এডিপি বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ

- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধিসহ নানা কারণে সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও বাংলাদেশে ওয়াশ খাতে এডিপি বরাদ্দ প্রশংসনীয় উর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়াশ এডিপি বেড়েছিল ৫.৪৪%, যেখানে সামগ্রিক এডিপি বেড়েছিল ৭.৫%।

- কোভিড-১৯ অতিমারি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ইতিবাচক অগ্রগতি, কিন্তু এফএসএম বা পয়: বর্জ্য নিস্কাশনে বরাদ্দ এবং সক্ষমতা বাড়ানোও উচিত।

- যদিও গ্রামীণ এলাকার জন্য আনুপাতিক বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে - অর্থবছর ২০২১-২২ এর ২২.৫% থেকে বেড়ে ২৭.৭% হয়েছে, তবে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য আরও বেড়েছে।

- ওয়াশ বরাদ্দে আন্ত:শহর বৈষম্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

- দুর্গম এলাকার জন্য বরাদ্দ হাওর এবং পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে কিছুটা বেড়েছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ (মৌলিক ফলাফল) অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৩.৮৫% পানীয় জলের জন্য পুকুর, নদী, খাল, কুয়া ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

- এটি উদ্বেগজনক যে, জেএমপি-২০২১ অনুযায়ী 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' পায় মাত্র ৫৯ শতাংশ মানুষ এবং 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন' সুবিধার আওতায় রয়েছে মাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ।

- অসম অগ্রগতির এই পরিস্থিতিতে সবার জন্য 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' এবং 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন' এর জন্য এফএসএম-এ কমিউনিটির সম্পৃক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকির ওপর গুরুত্ব দিয়ে ওয়াশ এডিপিতে সমন্বিত কৌশল দরকার।

WaterAid/ Tapash Paul

ওয়াশ খাতে এডিপি বাজেট-ট্র্যাকিং থেকে প্রাপ্ত মৌলিক ফলাফল

১.২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়াশ বরাদ্দে প্রশংসনীয় উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে, তবে সামগ্রিক এডিপির আকার বৃদ্ধির তুলনায় তা কম

ওয়াশ এডিপি বরাদ্দের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা(চিত্র- ১) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ খাতে বরাদ্দে প্রশংসনীয় উর্ধ্বগতি রয়েছে। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে আনুপাতিক হারে আগের অর্থবছরের সামগ্রিক এডিপির আকার বৃদ্ধির(৭.৪%)তুলনায় ওয়াশ খাতে বৃদ্ধি(৫.৪৪%)কম।

চিত্র-১: বিলিয়ন টাকায় ওয়াশ বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা (২০২২ সালের ভিত্তিমূল্যে)

২.নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে বর্ধিত বরাদ্দ প্রশংসনীয় কিন্তু এফএসএমে বরাদ্দ হ্রাস 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' সরবরাহ এবং 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন' অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিভাজিত উপাত্তে (চিত্র- ২) দেখা যায়, আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্ত এফএসএম বা পয়: বর্জ্য নিস্কাশন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বরাদ্দ আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে, যা 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' এবং ' নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন'(এসডিজি ৬.২) এর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কয়েক বছর আগে'' প্রমিজিং প্রগ্রেস: এ ডায়গনষ্টিক অব ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, হাইজিন এন্ড পোভার্টি ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট (২০১৮) অনুযায়ী ব্যক্তিগত পাইপবাহী পানির ট্যাপের ৮০ শতাংশের এবং সব ধরণের উন্নত পানির উৎসে ৪১ শতাংশের মধ্যে ই.কলি ব্যাবটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

এর আগের ওয়াশ বাজেট-ট্র্যাকিং পলিসি ব্রিফগুলোতে ক্লাইমেট হটস্পট, সেকেন্ডারি শহর ও নগরায়িত গ্রামগুলোতে এফএসএম পরিস্থিতিকে নতুন ওয়াশ চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

এখন আগের চেয়ে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ - ২০২২ এর মূখ্য ফলাফল অনুযায়ী ৯২ দশমিক ৩২ শতাংশ জনসংখ্যার উন্নত টয়লেট সুবিধা রয়েছে এবং মাত্র শুন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ মানুষ উম্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে। একইসঙ্গে এটি প্রশংসনীয় যে, দুর্যোগ ঝুঁকি যোগাযোগ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা তৈরিতে ওয়াশ, ডিআরআর এবং পয়:নিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসডব্লিউএম)এর ওপর জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই)প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ডিপিএইচই ৩৯টি সেকেন্ডারি শহরে 'পরিবেশগত স্যানিটেশন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনেও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া ঢাকা ওয়াসা " ঢাকা এনভায়রেনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট''

চিত্র ২ : খাতভিত্তিক ওয়াশ বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

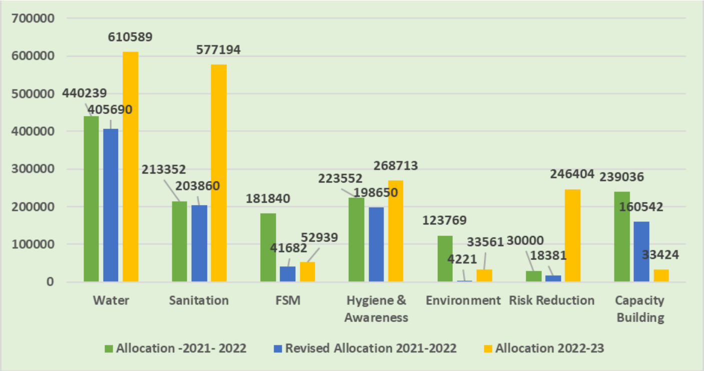

নামে ১৪১৭ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এসব প্রকল্প পৌরসভাগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেগুলো বাধ্যতামূলকভাবে জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোতে অবস্থিত নয়।

এটি সুপারিশ করা হচ্ছে যে, পরিবেশগত স্যানিটেশনের ওপর সফল প্রকল্প বাড়ানো উচিত এবং দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' সরবরাহ, 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন', এফএসএম এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এডিপি থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও দুর্যোগ সহিষ্ণু আরও প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত ।

৩. হাওর এবং পার্বত্য এলাকায় বরাদ্দের উর্ধ্বগতি প্রশংসনীয়; উপকুলীয় এলাকাতেও একই ধরণের মনোযোগ থাকা প্রয়োজন।

বাজেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বিগত সময়ে এসডিজি-৬ লক্ষ্য অর্জন এবং সরকার গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিসমূহের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দুর্গম এলাকায় ওয়াশ কর্মসূচিগুলো নিশ্চিত করার ক্রমাগত আহবান জানিয়েছেন ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের ওয়াশ এডিপিতে হাওর এবং পার্বত্য এলাকার বরাদ্দে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা (চিত্র-৩) দেখা গেছে, কিন্তু সকল নাগরিকের জন্য পানযোগ্য জল সরবরাহে সরকারের অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে চর এবং উপকূলীয় এলাকাতে একই ধরণের উদ্যম দেখা যায় নি।

চিত্র ৩ : দুর্গম এলাকায় ওয়াশ বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

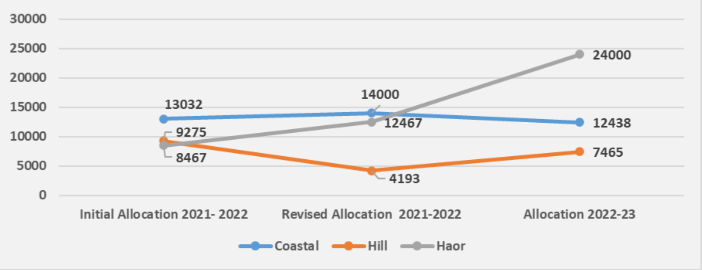

৪. ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে শহরগুলোর মধ্যে অধিকতর যৌক্তিক ও সুষম বন্টনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

ওয়াশ বাজেট বিশ্লেষণ বাবরার এ বিষয়টি সামনে এনেছে যে, ওয়াশ বরাদ্দে শহরগুলোর মধ্যকার বৈষম্য একটি গভীরতম সমস্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দে আন্ত:শহর বৈষম্যের এই সমস্যা অব্যাহত (চিত্র -৪) রয়েছে।

লক্ষ্যনীয় যে, ডিএনসিসি এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে বরাদ্দ বৈষম্যমূলকভাবে বেড়েছে। ওয়াশ এডিপিতে শহরগুলোর মধ্যে অধিকতর যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক বরাদ্দ দেওয়ার জন্য পুনরায় প্রস্তাব করা হলো।

চিত্র -৪ : সকল সিটি কর্পোরেশনে ওয়াশ বরাদ্দ এবং সংশোধিত বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

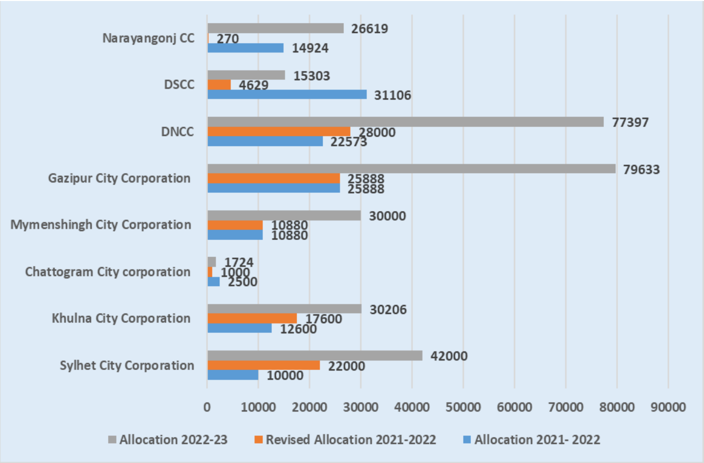

৫.চারটি ওয়াসারই ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে বাড়ানো উচিত

২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে সামগ্রিকভাবে ওয়াসাগুলোর বরাদ্দ কমেছে। আগের অর্থবছরের ৩৬ শতাংশ থেকে কমে ৩০ শতাংশ হয়েছে (চিত্র ৬) ।

চিত্র ৫ : চার ওয়াসার আলাদা বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

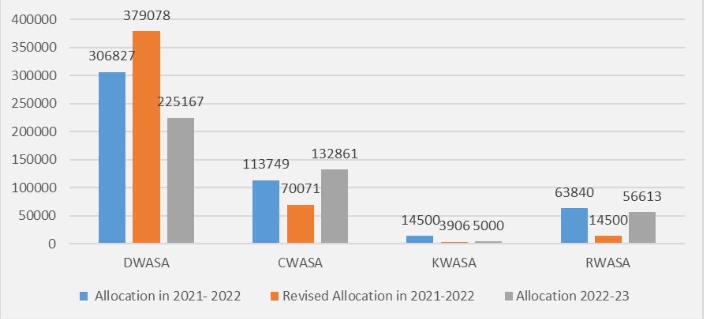

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শহরগুলো যেহেতু বড় হচ্ছে, সেহেতু চারটি ওয়াসার বরাদ্দ আনুপাতিকভাবে বাড়ানো উচিত।

৬. আন্ত:ওয়াসা বরাদ্দে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু বিদ্যমান বৈষম্য দুর করা উচিত

আন্ত: ওয়াসা বরাদ্দে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে কিছুটা কমেছে এবং অন্যদিকে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী ওয়াসায় বরাদ্দ (চিত্র-৫) বেড়েছে।

তবে খুলনা ওয়াসায় বরাদ্দ আগের মতোই সর্বনিম্ন রয়েছে। এই সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পদের সুষম বন্টন এবং সময়মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যম নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে নিরসন করা উচিত।

চিত্র ৬ : সকল ওয়াসার ওয়াশ বরাদ্দ (লাখ টাকায়)

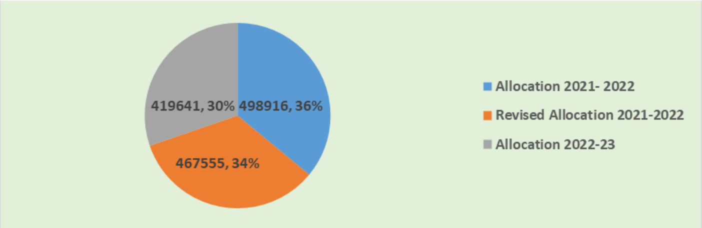

৭. ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে শহর-গ্রাম বৈষম্য নিরসন করা প্রয়োজন

শহর অঞ্চল ওয়াশ এডিপি বরাদ্দের সিংহভাগই পেয়ে আসছে (চিত্র ৭) , কিন্তু ভবিষ্যৎ বরাদ্দের ক্ষেত্রে শহর-গ্রাম বৈষম্যের বিষয়টি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিরসন করতে হবে।

অন্যথায় ওয়াশ খাতে এসডিজি-৬ এর সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারের দুটি জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (এনপিটি) – যথা ১০০% নিরাপদ পানীয় জল (এনটিপি ১/ এসডিজি ৬.১.১) এবং ১০০% নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন (এনটিপি ২/ এসডিজি ৬.২.১) অর্জন করা কঠিন হবে।

চিত্র ৭: শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে বরাদ্দের প্রবণতা (লাখ টাকায়)

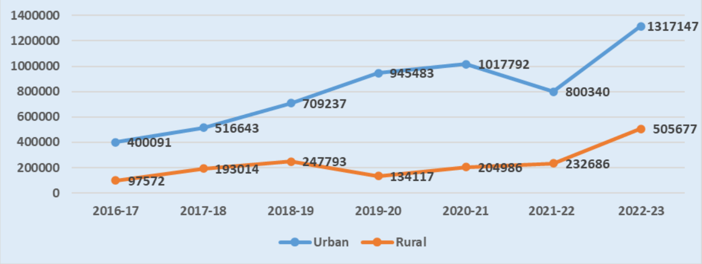

৮. পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সম্পর্কিত নতুন উদ্যোগ এবং এডিপি প্রকল্প

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিশেষত ডিপিএইচই কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিরাপদ পানি ও পরিবেশগত স্যানিটেশন সরবরাহ নিশ্চিত করতে গৃহীত পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সম্পর্কিত ওয়াশ প্রকল্পগুলোর ওপর পিপিআরসি টিম উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোও এর মধ্যে রয়েছে। এসব প্রকল্প বিভিন্ন সেকেন্ডারি শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো বাধ্যতামূলকভাবে জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত নয়।

ঢাকা ওয়াসাও ' ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট' নামে ১৪১৭ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ডিপিএইচই ৩৯টি পৌরসভায় এ ধরণের পরিবেশগত স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সব পৌরসভাই জলবায়ুর ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এসব পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত উপকূলীয় এলাকার ১৩ টি জেলা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা ও মেঘনার উভয় দিক জলবায়ু ঝুঁকি এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। হাওর এলাকা আকস্মিক বন্যা প্রবণ। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে যেখানে সুপেয় পানির জন্য নলকূপ কাজ করে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট লবণাক্ততা প্রতিরোধে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই স্যানিটেশনের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে দেশের এসব দুর্যোগ প্রবণ ও জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলে আরও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত।

বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানি এবং স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। উম্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মুলে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, তবে পয়: বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা প্রধান ও জরুরি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। এটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, অন-সাইট স্যানিটেশন একটি যথাযথ বিকল্প হতে পারে এবং বসাবসের জন্য উন্নত পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জনগণের কল্যাণে অবদান রাখতে এসএমওএসএস (সেইফলি ম্যানেজড অন-সাইট স্যানিটেশন) সেবা / পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্য-বান্ধব, জবাবদিহিমূলক, নিরাপদ এবং টেকসই ' নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত' অন-সাইট স্যানিটেশন সেবা হিসেবে কাজ করবে বলে সুপারিশ করা হলো।

এসএমওএসএস এর ওপর সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কিছু নগর ও শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। খুলনা জেলার পাইকগাছা পৌরসভায় ডাষ্টবিন ও টয়লেট স্থাপনা নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপন, পানির ট্যাংক স্থাপন ইত্যাদির জন্য মাত্র ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ডিপিএইচই জরুরি ভিত্তিতে ওয়াশ -এর ওপর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্ট (আরসিসিই) বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশগুলোতে আরসিসিই ওয়ার্কিং গ্রুপ সমন্বিত প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততার জন্য একটি জাতীয় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। অন্যান্য স্বাস্থ্য সংকটের সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কুসংস্কার ও মিথ্যা তথ্য প্রতিরোধে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে এই কৌশল নেওয়া হয়।

এটি সুপারিশ করা হচ্ছে যে, পরিবেশগত স্যানিটেশনের ওপর সফল প্রকল্প বাড়ানো উচিত এবং দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' সরবরাহ, 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন', এফএসএম এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এডিপি থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও দুর্যোগ সহিষ্ণুতা, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততার (আরসিসিই) ওপর আরও প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

এটি সুপারিশ করা হচ্ছে যে, দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল' সরবরাহ, 'নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন', এফএসএম এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এডিপি থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ সহিষ্ণুতা, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততার (আরসিসিই) ওপর সফল প্রকল্প বাড়ানো উচিত ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ওয়াশ খাতে এডিপি বরাদ্দের সুপারিশ

- ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে বৈষম্যের কিছু দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে দুটি দিক দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে, যেখানে মনোযোগ দরকার :

  ১) দুর্গম এলাকা - চর, উপকূল, হাওর ও পার্বত্য এলাকা, এবং
  ২) আন্ত: শহর বৈষম্য।

- সেকেন্ডারি শহর এবং নগরায়িত গ্রামে এফএসএম সেবা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই উপখাতে বরাদ্দ হ্রাস ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতধর্মী। উল্লেখ্য, জনশুমারি ২০২২ - এ নগরায়ণের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। আগামী অর্থবছরের এডিপি বাজেটে সেকেন্ডারি শহর ও নগরায়িত গ্রামে উদীয়মান ওয়াশ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এফএসএম বরাদ্দ বাড়ানোর জোর সুপারিশ করা হলো ।

- ওয়াশ খাতে দুটি জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (এনপিটি) - ১০০% নিরাপদ পানীয় জল এবং ১০০ % নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন অর্জনে এবং এর ফলে এসডিজি-৬ অর্জনের জন্য হাইজিন উপ-খাতে অ্যাডভোকেসিসহ বরাদ্দ বৃদ্ধি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ।

  কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করলে প্রত্যাশিত ফলাফল বয়ে আনবে না। একটি বহু-সংস্থা ভিত্তিক নীতি কৌশল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত।

- ওয়াশ খাতে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ প্রবণ (হটস্পট) এলাকার জন্য নীতি অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে এডিপি বরাদ্দে এসব ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো বরাদ্দের জন্য জোরালো অ্যাডভোকেসি করা উচিত।

- ভবিষ্যতের এডিপি বরাদ্দে জরুরি ভিত্তিতে ওয়াশ, এসএমওএসএস এবং এফএসএম –এর নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ওপর জলবায়ু পরিবর্তন, ঝুঁকি যোগাযোগ ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততাসহ দুর্যোগ সহিষ্ণুতা বিষয়ক প্রকল্প / কর্মসূচি গ্রহণ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। নগরের এবং সেকেন্ডারি শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও নীতি অগ্রাধিকার প্রয়োজন।